স্পট : আওয়ামী লীগ অফিস

‘মন্ত্রী থাকতে হাজার কোটি টাকা আয় করেছে। এখন আমাগো খাওয়ায় কলা-রুটি’

অবরুদ্ধ হরতাল

লিখেছেন **শহীদুজ্জামান রাজ** ছবি: **এন্ড্রু বিরাজ**

সকাল ৭.৩০ : সূর্যের মুখ দেখা যাচ্ছে না। গুমোট ভাব। গোলাপশাহ মাজার থেকে আসা দুটি বাস জিরো পয়েন্ট অতিক্রম করছে। সময় নিয়ন্ত্রণ লেখা সিটিং সার্ভিস। মিরপুর যাবে। যাত্রী হাতে গোনা। সচিবালয় মোড়ে বিআরটিসি দোতলা বাসের ছড়াছড়ি! পীর ইয়েমেনী মার্কেটের সামনে মনে হচ্ছে পুলিশের সমাবেশ বসবে। আমাদের রিকশা থামে ৪৪ নং বঙ্গবন্ধু এভিনিউর জেনারেল স্টোরের সামনে। আট জন মহিলা পুলিশ ছোট চৌকির মধ্যে বসে আছে, তাদের পাশে আট-দশজন পুলিশ দাঁড়িয়ে। আমাদের দেখে একজন পুলিশ বলল, ভাই কই যান?’ পাশে দাঁড়ানো হাই দারোগা বললেন, ‘সাংবাদিক, যেতে দাও।’ আমরা পুলিশের ব্যারিকেডের ভেতরে প্রবেশ করলাম। আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনের প্রশস্ত রাস্তার পশ্চিম পাশে প্রবেশমুখে ৯ জন পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পূর্ব পাশে স্টেডিয়ামের পাশ ঘিরে রেখেছে ১২-১৩ জন পুলিশ। মাঝখানে সাদা জিপ। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে রমনা ভবনের মাঝখানের গলিতেও পুলিশের ব্যারিকেড। একটু থেমে থেমেই সাইরেনের শব্দ। ভীতিকর পরিবেশ।

৮.০০ : আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের প্রবেশ মুখের ডানপাশে ‘বাটা বাজার’-এর সামনে চেয়ার পেতে বসে আছে দু’জন আওয়ামী কর্মী। অফিসের ঠিক সামনে আরো চারজন চেয়ারে বসা। তাদের বিরস বদন। শ্রমিকনেতা ফিরোজ। কালীগঞ্জ, কবুতরপাড়া থেকে হরতাল উপলক্ষে এসেছেন। আমাদের পরিচয় পেয়েই অনুরোধ– ‘কিছু লেখেন ভাই।

‘আমাদের অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে কেন’- মতিয়ার চৌধুরীর জিজ্ঞাসা

সাপ্তাহিক ২০০০-এর সাথে কথা বলছেন তোফায়েল আহমেদ ও মো: নাসিম

সবকিছু আটকাইয়া রাখছে। কিমুন নোংরা রাজনীতি করে সরকার।' তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আজকের হরতাল কেন? ফিরোজ উত্তর দিতে যাবেন এমন সময় তাকে থামিয়ে দিলো রুবেল। সে কলেজ ছাত্র। ছাত্রলীগ কর্মী। নিজেই উদ্যোগী হয়ে উত্তর দিতে গিয়ে বক্তব্য শুরু করলো। এবার আমিই তাকে থামালাম। তার কাছেই জানা গেল অফিসে কেন্দ্রীয় নেতা ও সাবেক মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী ও তিন মহিলা এমপি অবস্থান করছেন।

৮.১৫ : অফিসের সম্মুখ বরাবর রমনা ভবনের গলিতে ছোটখাটো জটলা। ব্যাপার কী? পুলিশ দু'জন মহিলা কর্মীকে ঢুকতে দিচ্ছে না। সার্জেন্ট নাজমুলের সঙ্গে রীতিমতো বিতন্ডা। মহিলা কর্মীদের কোনো কথাই পুলিশ কর্ণগোচরে নিচ্ছে না। সার্জেন্ট নাজমুলের কাছে জানতে চাইলাম, ঢুকতে দিচ্ছেন না কেন? ওরা তো আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী না। আসলে কাউকে ঢুকতে দেয়া নিষেধ আছে নাকি? 'না, তা নাই। তবে আউট আছে ইন নাই।'

৮.৩০ : কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে অফিসের ভেতরে ঢুকছি। মূল দলের অফিস তিন তলায়। সিঁড়ির রাস্তায় আধো অন্ধকার। তিনতলা হাতের বামপাশে সামনে এগুতেই বিস্তৃত ফাঁকা জায়গা। দক্ষিণ পাশে একটি টেবিলের চারপাশে কতগুলো চেয়ার। পশ্চিম পাশে নেতাদের বসার জন্য চারটি রুম। দক্ষিণ-পশ্চিম পাশের মোটামুটি বড় রুমটিতে হালকা ভিড়-বাট্টা। রুমে প্রবেশ করেই স্পষ্ট হলো কারণ। মতিয়া চৌধুরী পশ্চিম পাশের বড় চেয়ারে বসে পান চিবুচ্ছেন। পুরো রুম জুড়ে সোফা ও চেয়ারে বসে আছেন নেতা-কর্মীরা। আমাদের পরিচয় পেয়ে শুভ্র হাসি ছড়ালেন মতিয়া চৌধুরী। তার কাছে উপস্থিত নেতা-কর্মীদের পরিচয় জানতে চাওয়া হলো। অদ্ভুত ব্যাপার! তার ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্ব টের পাওয়া গেল। তিনি একে একে কেন্দ্রীয় থেকে সাধারণ প্রত্যেক নেতা-কর্মীর নামধামসহ তাদের আঞ্চলিক পরিচয়টাও জানিয়ে দিলেন। হঠাৎ করে রুমে প্রবেশ করলো এক মহিলা কর্মী, 'আপা মিথ্যা কথা বলে ঢুকেছি।' তার বীরত্বে সবাই শাবাশ জানালেন।

৮.৪৫ : আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় অফিসকে কেন্দ্র করে পুলিশের অবস্থান দেখে হকি স্টেডিয়ামের পাশে আসতেই দেখা হলো এটিএন বাংলার ক্যামেরাম্যান মাহবুবুর রহমান এবং রূপসী বাংলার রিপোর্টার ও ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে। তাদের চোখেমুখে মৃদু আতঙ্কের ছাপ। মুখ খুললেন এটিএন বাংলার মাহবুব ভাই। 'আর বইলেন না, অল্পের জন্য বাঁইচা গেছি।' তার কাছে জানা গেল কিছুক্ষণ আগে দুটো বোমা ফুটেছে। একটা তার দু' হাত দূরে পড়েছে। অল্পের জন্য নাকি প্রাণে বেঁচেছেন। তিনিই বললেন, আওয়ামী লীগ অফিসের দিক থেকেই বোমা দুটো এসেছে। আওয়ামী লীগ অফিসের সামনের বসা লোকগুলো নেই। মূল গেটে দু'জন উঁকি মেরে আছে। আশপাশের পুলিশ সতর্ক অবস্থান নিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্লাবের সামনের রাস্তায় মিরপুর রোডের গাড়ি চলছে। রিকশা ভালোই। রমনা ভবনের পশ্চিম পাশে মূল রাস্তায় পুলিশের ভিড় বেড়েছে। তিন জন মহিলা

তিন পুলিশ মিলে পিটাচ্ছে এক নিরীহ আওয়ামী লীগ কর্মীকে

কর্মী অফিসে যাওয়ার চেষ্টা করছে। মহিলা পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি। পুলিশের এডিসি রুহুল আমিনকে দেখা গেল। তিনি হাসি-খুশির মানুষ হলেও এখন তার চেহারা কিছুটা রাগী। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন ঢুকতে দিচ্ছেন না? 'টোকাইদের যেতে দিচ্ছি না।' উত্তর দিলেন রুহুল আমিন।

১০.১৫ : কেন্দ্রীয় অফিসের তিন তলায় উঠে এলাম। অফিসে কর্মীদের আনাগোনা বেড়েছে টের পেলাম। এই কার্যালয়ের পিয়ন হৃদয় (৫০) বললেন, 'মতিয়া আফায় ঐ রুমে রেস্ট লইতাছে (হাত নেড়ে দেখালেন), তয় কথা বলবার পারবেন।' ভেতরের উদ্দেশে জানালাম, কথা বলতে চাই। একবিন্দুও দেরি না করে মতিয়া চৌধুরী বললেন, 'ওকে, শুরু করুন।' বড়সড় একটি টেবিল সামনে রেখে পশ্চিম পাশে চেয়ারে বসেছেন তিনি। তার সামনে ডানে ও বামে তিন সাবেক মহিলা এমপি মেহের আফরোজ চুমকী, সেগুফতা ইয়াসমীন, তহুরা আলী। আরো কয়েকজন মহিলা নেতা-কর্মী সোফায় বসে আছেন। মতিয়া চৌধুরী স্বভাবসুলভ স্কিন কালারের তাঁতের শাড়ি জড়িয়েছেন গায়ে। তিনি আশপাশের সবাইকে চুপ হতে বললেন। নীরবতা। শুরু হলো কথা—

সাপ্তাহিক ২০০০ : আজকের হরতাল কেন?

মতিয়া চৌধুরী : গণবিরোধী বাজেট, সনি হত্যা, ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস এবং মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর যে হামলা তার

শেষ আশ্রয়- রিকশায় চেপেও নিস্তার পেলেন না

প্রতিবাদে আজকের হরতাল।

২০০০ : কিন্তু আপনারা তো প্রতিশ্রুতি/ ওয়াদা দিয়েছিলেন কখনো বিরোধী দলে গেলেও হরতাল করবেন না।

মতিয়া চৌধুরী : আসলে আমরা যেটা বলেছিলাম তা টিভিতে এডিট করে দেখানো হচ্ছে। আমরা বলেছিলাম, আপনারা হরতাল করবেন না আমরাও হরতাল করবো না। কিন্তু সেটাতে তো বিএনপি সাড়া দেয়নি। একটা জিনিস তো reciprocal. Politics its a bilateral game. তো আপনি আমার কথায় response করবেন না, আমি Unilaterally করবো এটা তো হয় না। তারপরও আমরা নেহাতই বাধ্য হলাম হরতাল করতে। এর আগের হরতাল কেন হলো? আমাদের অনশন পর্যন্ত করতে দেয়নি। আমরা না খেয়ে নিজেরা কষ্ট করেছি। বঙ্গবন্ধুর ছবি নামানোর ফলে আমাদের মনে যে দুঃখ তার একটু মেনিফেস্টো হোক সেটাও তারা করতে দেয়নি। তখন আমরা হরতাল করতে বাধ্য হলাম। কাজেই হরতালগুলো কিন্তু কারণে-অকারণে ইস্যু ছাড়া হচ্ছে না।

২০০০ : হরতাল না করে অন্যভাবে কী প্রতিবাদ করা যেত না?

মতিয়া চৌধুরী : কী করব বলুন, আমরা সেদিন অফিসের সামনে মহিলা আওয়ামী লীগের একটা মিছিল বের করতে গেলাম, সেটাও করতে দেয়া হলো না। তো আমরা কী করবো? অন্যান্য মেনিফেস্টিশনের সুযোগ থাকলে না আমরা সেটা করবো। মিটিং-এর জন্য মাঠ চেয়েছি, দেয়া হয়নি। অনেকটা বাধ্য হয়ে এটা আমাদের করতে হচ্ছে।

২০০০ : আপনার কি মনে হয় না বিরোধী দল হিসেবে আপনার দল সংসদে গিয়ে এই কথাগুলো বললে আরো জোরালো হতো, বাজেট আলোচনা আরো অর্থবহ হতো?

মতিয়া চৌধুরী : সংসদে যাওয়ার বিরোধিতার কথা আমাদের নেত্রী কখনো বলেননি। প্রত্যেকবারই দেখা যাচ্ছে সংসদে যাওয়ার পথে বাধা কিন্তু সরকারি দলই দিচ্ছে। আমি যদিও সংসদ মেম্বার নই। কিন্তু আমাদের নেত্রী সব সময়ই বলেছেন আমরা সংসদে যেতে চাই। কিন্তু শুধু সংসদ দিয়েই তো আর গণতন্ত্র নয়। গণতন্ত্র সাম টোটাল একটা পরিবেশ।

২০০০ : আপনারা আসলে কাদের স্বার্থে রাজনীতি করেন? দল না জনগণ?

মতিয়া চৌধুরী : আমরা জনগণের জন্যই রাজনীতি করি।

২০০০ : তাহলে জনগণ তো আপনাদের নির্বাচিত করেছে সংসদে তাদের কথা তুলে ধরার জন্য। অথচ আপনারা তো সংসদের বাইরে।

মতিয়া চৌধুরী : হ্যাঁ, আমাদের ভোটাররা তো ভোট দিয়েছে তাদের কথা বলার জন্যই। আবার ঐ ভোটাররাই কিন্তু নির্যাতনের অবসান চাইছে। ভোট দেয়ার অপরাধে তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। মাছ, ঘাস, গাছ পর্যন্ত লুট হচ্ছে।

২০০০ : আগের সরকারেরও তো বিরোধী দল দমনে এই মনোভাব ছিলো।

মতিয়া চৌধুরী : আমরা বলবো না কোনো স্থান কোনোদিন কোনো ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু যে দু'একটা ঘটনা ঘটেছে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছি।

২০০০ : বিএনপি সরকার থেকে আওয়ামী সরকারকে কিভাবে আলাদা করবেন?

মতিয়া চৌধুরী : আমরা যে ইমপ্রুভটা করেছিলাম এই সরকার সেটাকে Backlash-এর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের সরকারের সময়ও দীর্ঘ স্বৈরতন্ত্র প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সামরিক শাসনের ফলে গণতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশ, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাহত হচ্ছিল, তার রেশ থেকেই গিয়েছিল (কিন্তু আমরা সেটা ফিরিয়ে এনেছিলাম)। যার ফলশ্রুতিতে দু'একটি ঘটনা ঘটেছে তা আমরা কন্ট্রোল করতে চেষ্টা করেছি, rectify করতে চেষ্টা করেছি। প্রতিদিনকার পত্রিকা খুললেই আপনারা পরিষ্কার বুঝতে পারবেন পার্থক্যটা। সন্ত্রাস, জিঘাংসা, অত্যাচার, নির্যাতনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে এই সরকার।

২০০০ : আপনার দলের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি কী?

মতিয়া চৌধুরী : ভবিষ্যতে জনগণকে তার গণতান্ত্রিক অধিকার আমরা ফিরিয়ে দেব।

১০.৪০ : মিছিল জিরো পয়েন্টের ডানদিক দিয়ে পীর ইয়েমেনী মার্কেটের দিকে মোড় নিয়েছে। মিছিল দক্ষিণ দিকে একটু এগিয়েছে। হঠাৎ পুলিশি অ্যাকশন। এলোপাতাড়ি লাঠিচার্জ। হুলস্থুল কান্ড! পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পেতে দিগ্বিদিক দৌড়াচ্ছেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। ফটো সাংবাদিকরা মনে হলো এটারই প্রতীক্ষায় ছিলেন। তারা কর্তব্য পালন করছেন আন্তরিকভাবে। মুহূর্তেই রাস্তাঘাট একদম ফাঁকা।

১০.৪৫ : ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভানেত্রী মারুফা হোসেন পপি উৎকণ্ঠা নিয়ে তার কর্মীদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন। পীর ইয়েমেনী মার্কেটের সামনে রাস্তার পূর্বপাশে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। দু'এক মিনিটের মধ্যেই কোত্থেকে যেন এসে তার সঙ্গে যোগ দিলো চার-পাঁচজন ছাত্রী। তারা সবাই পুলিশের লাঠিচার্জের শিকার। চোখেমুখে

লাঞ্চে কলা-রুটি দেওয়াতে কর্মীরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন

আতঙ্কের ছাপ, কিন্তু তারা সাহসী এটা বোঝা যাচ্ছে। পপি তাদের নিয়ে সামনে এগুতে চেষ্টা করলেন। সাংবাদিকরা তাদের ছবি তুলতে ব্যস্ত। মহিলা পুলিশ নেত্রীদের গতিরোধ করছে। নেত্রীরা তাদের তোয়াক্কা না করে সামনে এগুনোর চেষ্টা করছে। এর মধ্যে ব্যাপক পুলিশের সমাগম হয়েছে। পপি পুলিশ অফিসারকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন তারা কেন্দ্রীয় অফিসে যাবেন। পুলিশ অনড়। এডিসি রুহুল আমিন মহিলা পুলিশদের উল্টো বললেন, 'এই তোরা আগাসনা ক্যান।' মহিলা পুলিশ নেত্রীদের পেছনে ঠেলতে লাগল। রুহুল আমিন নেত্রীদের উদ্দেশে বললেন, 'ব্যাক ব্যাক'। এর মধ্যে চার-পাঁচজন ছেলেও যোগ দিয়েছে পপির সঙ্গে। রুহুল আমিন এবার উত্তেজিত হয়ে পুলিশদের বললেন, 'এ সবগুলারে গাড়িতে ওঠা। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো টানাহেঁচড়া। পাশের অফিসার বললেন, ছেলেগুলোরে ধরেন। লাঠিচার্জ করে আবার ছত্রভঙ্গ করা হলো ছাত্রলীগের মিছিল। স্পটে সাংবাদিকদের ব্যাপক উপস্থিতি দেখে পুলিশ অফিসারের মন্তব্য, 'ছাত্রলীগ আর কয়টা, সাংবাদিকই বেশি!'

১০.৫৫ : ছাত্রলীগ কর্মীদের বঙ্গবন্ধু এভিনিউর সালিমাবাদ ভবনের সামনে থেকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে জিরো পয়েন্টের দিকে নিয়ে গেল পুলিশ। পপি উপায়ান্তর না দেখে সহযোদ্ধাদের নিয়ে স্টেডিয়ামের দিকে চলে গেলেন।

১১.১৫ : উপাধ্যক্ষ শহীদ অফিসের সামনের রাস্তায় পায়চারি করছেন। মোঃ রফিক নামের বয়োবৃদ্ধ কর্মী ছাতা ধরে আছেন তার মাথায়। অফিসের সামনে নেতা-কর্মীদের ভিড় বেড়েছে।

১১. ৩০ : ওপর থেকে নিচে নেমে এসেছেন মতিয়া চৌধুরী। অফিসের সামনে পুলিশের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করছেন তিনি। মতিয়া চৌধুরীকে দেখে কর্মীদের যেন তেজ

অবরুদ্ধ আ.লীগ নেত্রীবৃন্দ সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছেন

বেড়ে গেল। পশ্চিম দিকের রাস্তায় তিনজন মহিলা কর্মী প্রবেশের চেষ্টা করছেন। এক পর্যায়ে তারা পুলিশকে ধাক্কাতে শুরু করলেন। এদিকে অফিসের সামনের কর্মীরা তাদের উৎসাহ যোগাচ্ছে– 'আইসা পড়, ভাইঙা চুইড়া আইসা পড়।' তিন মহিলা কর্মী এদিক থেকে সাপোর্ট পেয়ে ঠেলে ঢুকে পড়লেন। তাদের সাহসিকতাকে বাহবা জানালেন মতিয়া চৌধুরী। তিনি কর্মীদের জড়িয়ে ধরছেন। এবার মতিয়া নিজেই পুলিশের দিকে ছুটে গিয়ে পুলিশকে শাসালেন। আমার নেতা কর্মীদের আটকাচ্ছো কেন? হুইপ শহীদ মতিয়া চৌধুরীসহ কর্মীদের ফিরিয়ে আনলেন। অফিসের সামনে এসেই কর্মীরা হরতালের সমর্থনে স্লোগান ধরলো। 'গরিব মারার বাজেট মানি না, মানব না'।

১১.৪৫ : অফিসের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিম, বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল, আহমেদ, কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, চীফ হুইপ উপাধ্যক্ষ শহীদ। তারা এসেই অফিসের সামনের ফুটপাতে বসে পড়লেন। আওয়ামী লীগের আরো কিছু কেন্দ্রীয় নেতাও উপস্থিত আছেন। কর্মীরা রাস্তায় পিচে বসে পড়েছেন। মতিয়া চৌধুরী কর্মীদের মধ্যমণি হয়ে তিনিও রাস্তায় গিয়ে বসে পড়লেন। তিন সাবেক মহিলা এমপিও তার পাশে বসলেন। তোফায়েল আহমেদ স্লিপিং ড্রেসের মতো পরেছেন। তার মাথায় নীল টুপি। টুপিটি খুলে মাথার মাঝখান দিয়ে চিরুনি চালাচ্ছেন। তোফায়েল-নাসিম হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। অন্য নেতাকর্মীদের বললেন, 'আপনারা বসুন, আমরা পুলিশের সঙ্গে কথা বলে দেখি কী অবস্থা'। মতিয়া চৌধুরীও এগিয়ে গেলেন। তাদের দেখে পুলিশের ব্যারিকেড একটু শক্ত হলো। আশপাশের পুলিশরা সতর্ক অবস্থান নিচ্ছেন। মোহাম্মদ নাসিম পুলিশের এডিসি রুহুল আমিনকে বললেন, আমরা একটু ঘুরে আসি। মর্নিংওয়াক হয়ে যাবে। রুহুল আমিন বললেন, না স্যার অনুমতি নেই। সরি স্যার। এখন দুপুর, মর্নিংওয়াকের সময় শেষ। তোফায়েল আহমেদ তাদের অধিকারের কথা বললেন, কিন্তু কোনো লাভ হলো না। ফুটবল খেলার মতো আক্রমণে ব্যর্থ হয়ে তারা ফিরে গেলেন অফিসের দিকে। মোহাম্মদ নাসিম, তোফায়েল আহমেদ, মতিয়া চৌধুরী আবার অফিসে প্রবেশ করছেন। একজন নেতা জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা কী করব?' মোহাম্মদ নাসিম বললেন, reorganije কর। আমরা আবার আসতাছি।' কর্মীরা মনে হলো কিছুটা উজ্জীবিত।

আহত ছাত্রলীগ কর্মীরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিচ্ছেন

১২.০০ (দুপুর) : সিনিয়র নেতারা সবাই ওপরে উঠে এসেছেন। সর্ব দক্ষিণের রুমটিতে বসেছেন তারা। গরমে সবাই ইসপিস করছেন। সিঙ্গাড়া আনা হয়েছে। তোফায়েল আহমেদ খেতে যাবেন এমন সময় একজন অফিসের স্টাফ জানালো, বোর্ড রুমে এসি ছাড়া হইছে। সবাই একদণ্ড দেরি না করেই চলে গেলেন সভাকক্ষে। উত্তর পাশে বেশ বড়সড় সভাকক্ষ। বসেই সবাই ব্যস্ত হলেন সিঙ্গাড়া খেতে। তোফায়েল

আহমেদ মোবাইলে কথা বলছেন বিশ্বকাপ নিয়ে, 'হ্যালো, উহ্ কালকের খেলাটা ডিজগাস্টিং'। মোহাম্মদ নাসিম বললেন, টিভিটা এখানে আনলে তো খেলা দেখতে পারতাম। একজন নেতা সক্রিয় হয়ে টিভি আনতে যাবেন তখনই মতিয়া চৌধুরী গম্ভীর হয়ে বললেন, টিভি লাগবে না। কেন্দ্রীয় নেতা জালাল আহমেদ আমাদের আপ্যায়নের জন্য নিজ হাতে সিঙ্গাড়া দিলেন।

১২.১৫ : সাংবাদিকরা এক এক করে প্রবেশ করলেন তিনতলায় আওয়ামী লীগের অফিসে। তারা প্রবেশ করলেন সভাকক্ষে। পুরো অফিস তখন গুমগুম করছে সাংবাদিক আর কর্মীদের উপস্থিতিতে।

১২.৩০ : বড় সভাকক্ষ কানায় কানায় পূর্ণ। গোলটেবিলের পশ্চিম পাশে বসেছেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা। পূর্ব পাশে সাংবাদিকরা তাদের বরাবর বসেছেন। সাংবাদিকদের স্বাগত জানিয়ে তোফায়েল আহমেদ শুরু করলেন বাজেট নিয়ে তাদের দলের বক্তব্য এবং হরতালের কারণ ব্যাখ্যা। তার বাম পাশে নাসিম এবং মতিয়া চৌধুরী। মতিয়া চৌধুরী গালে হাত দিয়ে কথা শুনছেন। পুরো রুমে নীরবতা। শুধু সাংবাদিকদের কলম আর ক্যামেরার ক্লিক চলছে। ১২টা ৪০ মিনিটে মোহাম্মদ নাসিম শুরু করলেন। আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা সব জানেন। আপনারা প্রত্যক্ষদর্শী। মোহাম্মদ নাসিম সরকারের ব্যর্থতার এক লম্বা বিবরণ দিলেন। তার বক্তব্য শেষে উঠে দাঁড়ালেন মতিয়া চৌধুরী, মতিয়া চৌধুরী সারা দেশে সরকারি দলের অত্যাচার-নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরলেন বক্তব্যে। হঠাৎ কেন্দ্রীয় নেতা জালাল আহমেদ দাঁড়িয়ে সভাকক্ষে খবর দিলেন এই মাত্র তিনি মোবাইলে খবর পেলেন একজন কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতাকে অ্যারেস্ট করেছে পুলিশ। তোফায়েল আহমেদ আবার দাঁড়িয়ে বললেন, দেখেছেন অবস্থা! এর মধ্যে সভাকক্ষে উপস্থিত হয়েছেন এমপি অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূর। তিনি উত্তর পাশে চুপ করে বসে কথা শুনছেন। বক্তব্য শেষে তোফায়েল আহমেদ একটু লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন, সাংবাদিক ভাইয়েরা আপনাদের চা-পানি খাওয়াতে পারলাম না, ব্যবস্থা নেই বলে। তিনি উপস্থিত নেতাকর্মীদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

১.৩৫ : নিচতলায় স্বেচ্ছাসেবক লীগের অফিস। এখানে আগত কর্মীদের দুপুরের লাঞ্চ দেয়া হচ্ছে। কলা ও রুটি। বিরাজ খাওয়ার দৃশ্যের ছবি নেয়ার সময় কেন্দ্রীয় নেতা পোজ দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'ভাই আমাদের ছবি নেন, খালি মেয়েদের ছবি কেন তুললেন'। মেয়েরা তার কথায় প্রতিবাদ জানালো, 'আমাদের ছাড়া তো মিছিল করতে পারেন না।'

আ. লীগ অফিস থেকে নিক্ষিপ্ত বোমার আলামত সংগ্রহের চেষ্টায় পুলিশ

কিছুক্ষণ আগে সাংবাদিকদের সাথে বচসা হয়েছে পুলিশের। কিন্তু এখন পরস্পর খোশগল্পে মত্ত

২.৪৫ : অফিসের কর্মীরা চেয়ার পেতে বসে আছেন। কয়েকজন দাঁড়িয়ে আলাপ করছে। স্বেচ্ছাসেবক লীগ অফিসের গেটে দুজন কথা বলছে। নিজেদের দল এবং নেতাদের সমালোচনায় তারা ব্যস্ত। দুপুরের খাবারের কলা, রুটি তাদের আলোচনার প্রধান উপাজীব্য। নামকরা নেতাদের নাম ধরে আলাপ করছেন—

'মন্ত্রী থাকতে হাজার কোটি টাকা আয় করছে। আর এখন আমাগো খাওয়ায় কলা, রুটি।'

৩.২০ : কেন্দ্রীয় অফিসের ভেতর কারেন্ট নেই। অনেক কর্মী নিচে নেমে এসেছে। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। অফিসের সামনে ভিড় করেছে নেতাকর্মীরা।

৩.৪৫ : কয়েকজন অতি উৎসাহী কর্মী বৃষ্টির মধ্যেই স্লোগান দিতে দিতে ভিজতে থাকলো। মহিলাই বেশি। তাদের (পরিকল্পনা) ধারণা, তারা নামলে বুঝি পুলিশও আসবে। তখন তারা বৃষ্টিতে ভিজে যাবে। তাদের আশায় গুড়ে বালি। পুলিশ সাড়া দিচ্ছে না। তারা ফিরে এসেছে। এদের অধিকাংশই নতুন এসেছে। সকালের দিকে অনেককেই দেখা যায়নি। আবারও তারা বৃষ্টিতে ভিজেই স্লোগান শুরু করলো। কিন্তু স্লোগানে প্রাণ নেই। তারা আবার ফিরে এলো। পুলিশের মাইক্রো বিকট সাইরেন বাজাতে বাজাতে অফিসের সামনে দিয়ে টহল দিচ্ছে। পুলিশ দেখে কর্মীরা হৈ হৈ করে উঠলো। সার্জেন্ট ক্ষেপে গিয়ে গাড়ি থামালো অফিসের গেটের সামনে। ভয়ে দৌড়ে পালালো পুরুষ কর্মীরা। অন্যদিকে দুই মহিলা উল্টো সার্জেন্টের সঙ্গে বাকবিতন্ডা শুরু করেছে। আওয়ামী লীগ কর্মী নব এসে তাদের শান্ত করলেন। পুলিশের গাড়ি চলে যাচ্ছে। আওয়ামী কর্মীরা স্লোগান ধরলো, 'জাতীয়তাবাদী পুলিশ দল, খালেদা জিয়ার নতুন দল।'

৪.৩০ : তোফায়েল আহমেদ এবং মতিয়া চৌধুরীকে ঘিরে বোর্ড রুমের উত্তর কোনায় বসে সিরিয়াস রাজনৈতিক আলোচনা চলছে। ডান পাশে দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনার রুম। সেখানেই পাওয়া গেল মোহাম্মদ নাসিমকে। বিদ্যুৎ না থাকায় একরকম অন্ধকার। ফ্যান বা এসি না থাকায় গরমে ঘেমে উঠেছেন মোহাম্মদ নাসিম। এক যুবক কর্মী কাপড় দিয়ে বাতাস করছে। পরিচয় দিয়ে কথা বলি তার সঙ্গে। এ সময় রুমে উপস্থিত ডা. আব্দুর রাজ্জাক এমপি এবং এক বয়স্ক কেন্দ্রীয় নেতা। মোহাম্মদ নাসিম সোফায় বসে বললেন, বলুন কী জানতে চান?

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনারা সংসদে যাচ্ছেন না কেন?

মো ঃ নাসিম : সংসদে না যাওয়ার ব্যাপারে অনেকবারই আমাদের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছি। তবুও আপনি জানেন যে, আমাদের লাস্ট ওয়ার্কিং মিটিংয়ে সংসদে যাওয়ার ব্যাপারে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আসলে সংসদে যাওয়ার ব্যাপারে বিএনপি অর্থাৎ এই জোট সরকারই আগ্রহী নয়। কারণ যে পরিবেশের কথা আমরা বলতাম, সারা দেশব্যাপী আমাদের যে নেতাকর্মীদের নির্যাতন করা হচ্ছে, মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। আমরা একটা অনুকূল পরিবেশ চেয়েছি যাতে সংসদে গিয়ে কথা বলতে পারি। এখন আমরা নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিলাম, কিন্তু এখনও পরিবেশ হয়নি। পরিবেশ হওয়ার কোনো পরিস্থিতি এ সরকার সৃষ্টি করেনি। তার পরেও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা সংসদে যোগদান করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

২০০০ : সংসদে যাওয়ার যে নীতিগত সিদ্ধান্তের কথা বললেন, এটা কী বিধান মোতাবেক সদস্যপদ টিকিয়ে রাখতে–

মোঃ নাসিম : না, প্রশ্নই ওঠে না। সদস্যপদ টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি বা এ ধরনের কোনো পদক্ষেপের চিন্তাও আমরা করি না। বিগত সরকার সদস্যপদ টিকিয়ে রাখার জন্য কয়েক ঘণ্টার জন্য সংসদে গিয়েছিল। কিন্তু আমরা যাব জনগণের পক্ষে কথা বলার জন্য।

২০০০ : সংসদের বাইরে থেকেও যে বিরোধী দলের সাংসদরা সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছেন এটাকে আপনি কিভাবে দেখেন?

মোঃ নাসিম : সংসদের সদস্য হিসেবে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারা সাংবিধানিকভাবে তাদের কিছু সুযোগ-সুবিধা যে পাওয়ার অধিকার আছে, এটাই তারা নিচ্ছেন।

২০০০ : কিন্তু সংসদ থাকাটাও তাদের দায়িত্ব?

মোঃ নাসিম : সংসদে সদস্য হিসেবে সংসদের অধিবেশনে অংশ নেয়াটাই তার একমাত্র দায়িত্ব না। সদস্য হিসেবে তার নির্বাচনী এলাকায় জনগণের জন্য দায়িত্ববোধ থেকে তাদের প্রতি কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয়। আপনি জানেন আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে থেকেও জনগণের পাশে আছে, জনগণের কাজের জন্য তারা সময় দিচ্ছে। যেহেতু সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচনী এলাকায় কাজ করতে হচ্ছে, দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে এজন্য স্বাভাবিকভাবেই সারা দুনিয়ার স্বীকৃত নিয়মানুযায়ী সাংসদরা তাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছেন।

২০০০ : সংসদের বাইরে থেকে এ আট মাসে দলীয় কি অর্জন হলো আপনাদের?

মোঃ নাসিম : আমি তো মনে করি আমাদের সংসদে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক হয়েছে। কারণ সরকার জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। বিরোধীদল সংসদে না থাকায় তারা দাতাদের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত সাহায্য পায়নি। আজকে দাতা সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক মহল যারা মনে করে এদেশে গণতন্ত্র থাকুক, তারাও চাপ সৃষ্টি করছে সংসদ কার্যকর করার জন্য। প্রধান বিরোধীদল না থাকায় সংসদের কোনো নিউজ ভ্যালু আজ বাংলাদেশের মানুষের কাছে নেই। বিরোধী দল সংসদ বয়কট করায় সরকার কোণঠাসা অবস্থায় পড়েছে। আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় ক্ষেত্রে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে এটা তো প্রমাণিত।

ফাস্টফুডের দোকানে লাঞ্চ সেরে নিচ্ছেন পুলিশ সদস্যরা

২০০০ : আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কী?

মোঃ নাসিম : আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বলে কোনো কথা নেই। আওয়ামী লীগ একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করে।

৫.০০ (বিকেল) : বৃষ্টি পড়ছে অঝোর ধারায়। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনের রাস্তার বৃষ্টির পানিতে ডুবে সমুদ্র হওয়ার যোগাড়। সাংবাদিকরা বৃষ্টি উপেক্ষা করেই অবস্থান নিয়েছে রমনা ভবনের সামনে। অনেকে সংবাদপত্র লেখা বেবিট্যাক্সির ভেতর আশ্রয় নিয়েছেন।

৫.১৫ : বৃষ্টি থামার কোনো নাম নেই। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের তিনতলায় অনেকটা অবরুদ্ধ সময় কাটছে নেতাদের। তাদের বাধা এখন পুলিশ নয়, বৃষ্টি। সাবেক মহিলা এমপি চুমকী তো বলেই ফেললেন, 'বন্দী জীবন যাপন করছি। এখন কী করব বুঝতে পারছি না।' সাগুফতা ইয়াসমিন যোগ করলেন 'যে বৃষ্টি, নিচে নামবো কিভাবে?' এক ওয়ার্ড থেকে আসা মহিলা নেত্রী মোবাইলে কথা বলছেন, 'ভাই আর বলবেন না, বৃষ্টিতে আটকা পড়েছি। উদ্ধার করেন।' তোফায়েল আহমেদ সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে জানালায় উঁকি মেরে দেখলেন বৃষ্টির অবস্থা। ঘড়ি দেখে বললেন, হরতালের তো এখনও এক ঘণ্টা। তিনি আবার ফিরে গেলেন সভাকক্ষে। বৃষ্টিতে অফিসের নিচতলা স্যুয়ারেজের পানিতে প্লাবিত হয়েছে। তার গন্ধ ছড়াচ্ছে পুরো অফিসে। নেতাকর্মীরা নাকে রুমাল চেপে কথা বলছেন। আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আব্দুল মান্নান পায়চারি করছেন।

৫.৪৫ : হরতালের শেষ কর্মসূচি হিসেবে সমাপনী বক্তব্য দিতে আবার বেরিয়ে এসেছেন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। বৃষ্টি অনেকটাই থেমে গেছে। নাসিম, তোফায়েল আহমেদকে ঘিরে রাস্তায় গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে কর্মীরা। সাংবাদিকরাও ঘিরে আছে সমাপনী মিটিংয়ে। মোহাম্মদ নাসিম সফল হরতাল পালনের জন্য নেতাকর্মীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। ছয়টা বাজার পাঁচ মিনিট আগে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা পূর্বদিক থেকে এসে যোগ দিলে মিটিং-এ। রাস্তায় গাড়ি চলতে শুরু করেছে। তোফায়েল আহমেদ হরতালের সমাপনী বক্তব্য টানলেন। সাংবাদিকদের কাজ শেষ। তারা ছুটছেন যে যার মতো। নেতাকর্মীরাও বাড়ি ফেরার লক্ষ্যে রাস্তায় নেমে এলেন। রাস্তায় রিকশার টুংটাং বেড়েছে। পায়ে হাঁটা মানুষও। আমরা পা বাড়ালাম গন্তব্যের সন্ধানে।